Centre for Science and Environment
41, Tughlakabad Institutional Area, New Delhi 110 062, INDIA
Ph: +91-11-29956110 - 5124 - 6394- 6399 Fax: +91-11-29955879
E-mail: cse@cseindia.org Website: www.cseindia.org

EXECUTIVE SUMMARY

জনজীবন ও জলবায়ু পরিবর্তন

সুন্দরবনের জনজীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, অনিশ্চয়তা এবং অভিযোজনের সমস্যা।

সুন্দরবনের দৈনন্দিন জনজীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে নিত্য লড়াই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একদিকে যখন বিশ্ব পরিবেশ সমঝোতায় জলবায়ু পরিবর্তনের দুষ্প্রভাব এবং তার প্রতিকার এক অনিশ্চয়তার সম্মুখীন তখন তৃতীয় বিশ্বের বহু জায়গায় সমুদ্রতলের বৃদ্ধি, ঝড় ঝঞ্ঝা, অতি বৃষ্টি বা অনা বৃষ্টির কারণে বিপর্যস্ত জনজীবন। এই নিদারুণ অবস্থার জন্য কি শুধু বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করা যায়? উন্নয়নের পরিকল্পনা এবং তার যথাযথ রূপায়ন না হলে এই দুরাবস্থা আরো ভয়ংকর রূপ নেয়। স্থানীয় প্রশাসন এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরের উন্নয়নমূলক ভাবনা এবং পরিকল্পনা যদি এই উত্তর দ্বায়িত্ব না নেয় তাহলে প্রান্তিক মানুষ এই বিপর্যস্ত অবস্থায় অভিযোজনের পথ ছেড়ে ক্রমশ বিস্থাপিত উদ্বাস্তুর পর্যায়ে পৌঁছে যায়। সেই কারনে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার রূপায়ন এবং অভিযোজন নীতির প্রেক্ষিত গড়ে তোলা অত্যন্ত আবশ্যক। সেন্টার ফর সায়েন্স এন্ড এনভায়রণমেন্ট সুন্দরবনের জনজীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, অনিশ্চয়তা এবং অভিযোজনের সমস্যার প্রতিকার খুঁজতে এক বিস্তৃত সমীক্ষা করে। সেই সমীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশিত হল পুস্তকের আকারে। কিছু অংশ বিশেষভাবে তুলে ধরা হল এই মর্মে।

পরিলক্ষিত পরিবর্তন

- সুন্দরবনের সমুদ্রতলের তাপমাত্রা বর্ধিত হচ্ছে ০.৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হারে প্রতি দশকে। যদিও বিশ্বের আনুপাতিক গড় ০.০৬ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড প্রতি দশক।
- ভ্রান্ত নদী বাঁধ পরিকল্পনার দরুন সুন্দরবনের সমুদ্রতল উচ্চতা বিশ্বের আনুপাতিক গড়ের প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- সুন্দরবনে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হার বিগত ১২০ বছরে বেড়েছে ২৬ শতাংশ।

উন্নয়নের ঘাটতি ও আর্থসামাজিক পেষণ

- ভারতীয় সুন্দবনের অংশ বিশ্বের সবচেয়ে অনুন্নত ক্ষেত্রের অন্যতম অংশ এবং এখনও এখানে ৪৪ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে, ৬০ শতাংশ মানুষের পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, ৮৭ শতাংশ মানুষ খাদ্য অনিশ্চয়তা ও খাদ্যাভাবের শিকার।
- সুন্দরবনের জনজীবন সার্বিকভাবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সংগঠিত ব্যাঙ্কিং পরিসেবার অভাবে উন্নয়নের আওতার বাইরে অবস্থান করে।
- সুন্দরবনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের প্রতিকার ব্যবস্থা অনুপস্থিতি, কৃষি ও শিল্পে সংগঠিত বিপনন ব্যবস্থা এবং ক্ষুদ্র বীমা ও কৃষি বীমার সার্বিক ব্যবস্থার অভাব আর্থসামাজিক পেষণের মূল কারণ।
- বর্তমানে সুন্দরবনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি দশকে ১৮ শতাংশ। যা রাষ্ট্রীয় গড় অনুপাতের ৪ গুণ। মাথাপিছু কৃষি জমির আয়তন মাত্র ০.৫ হেক্টর এবং শতকরা ৮৫জন কৃষকই প্রান্তিক চাষী।
- সুন্দরবনের অর্থনীতির ৭৮ শতাংশ এবং মূল জীবিকার ৬৫ শতাংশ কর্ম সংস্থান নির্ভর করে শুধুমাত্র কৃষি ব্যবস্থার উপর।

প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক বিপর্যয়ের যৌথ প্রভাব

সুন্দরবনে প্রতিবছর বহু দ্বীপ তলিয়ে যায় জলে। বিগত ৮০ বছরে সুন্দরবন হারিয়েছে প্রায় ২৫০ বর্গ কিলোমিটার জমি। সেই সঙ্গে হারিয়ে গেছে জৈব বৈচিত্র্য এবং পরিবেশগত কৃষ্টি। জনজীবনের প্রভাবে কৃষি ব্যবস্থার পাশাপাশি গড়ে ওঠা ইঁটভাটা এবং অন্যান্য জঙ্গলজাত দ্রব্যের বিপনন যেমন প্রকৃতিকে বিপর্যস্ত করেছে তেমনি কমে এসেছে অ-কাঠ জাতীয় জঙ্গলজাত দ্রব্য যেমন, মধু এবং মোম। লোনা জলের আগ্রাসন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপে সুন্দরবনের কৃষি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিদ্ধস্ত।

সুন্দরবনে অভিযোজনের সমস্যা ও প্রতিকার

এই সমীক্ষা আমাদের এক অত্যন্ত গূঢ় নীতি নির্ধারণ গবেষণার গুরুত্বকে প্রাধান্য দেয়। এই গবেষণায় একদিকে যেমন নীতি নির্ধারণ ব্যবস্থাপনার ফাঁকগুলি উঠে আসবে, তেমনি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রতিকার সংক্রান্ত সমস্যার নিদান দর্শাবে। মূলত, দুটি দিক অবলোকিত হয়।

- পরিবেশ সংরক্ষন ও নদীতটের জৈব বৈচিত্র্যকে সংরক্ষিত করে প্রাকৃতিক দারিদ্র্য মুক্তি ঘটানো
- বিকল্প জীবিকা, কৃষি এবং প্রাকৃতিক রসদের যথাযথ ব্যবহারে আর্থ-সামাজিক দারিদ্র্য মুক্তি ঘটানো।

নীতি নির্ধারণের বিশেষ দিক গুলি সফলভাবে রূপায়িত হবে নিম্নের বিষয়গুলির ওপর—

- সুন্দরবনের দুর্যোগ প্রভাবিত এলাকার মানচিত্র প্রস্তুতি ও চিহ্নিত করণ
- ক্ষেত্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রতিস্থাপন।
- নদীবাঁধ সংরক্ষন
- সুসংগঠিত দুর্যোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা
- জীবিকা নির্বাহ ও বিকল্প আর্থিক সুযোগের ব্যবস্থা
- সচেতনতা ও তথ্যের সমৃদ্ধি

এই সকল বিষয়গুলি সার্বিক ও সামুদায়িক রূপায়নের মাধ্যমে সুন্দরবনকে সবুজ ও সংরক্ষিত করে জলবায়ু পরিবর্তনের হাত থেকে রক্ষা করবে।